দীপান্বিতা সরকার

ফিরবে বলেছ

যেভাবে ফিরবে বলেছ, ফেরোনি কখনো। পাখিরা ফিরল দেখো। ফিরে এসে কী দেখল বলো তো? মাথার ভেতরে যত স্নায়ুতন্ত্র আছে সেইসব রাঙিয়ে ছবি আঁকছি তোমার। পলকে আলো, পলকে অন্ধকার। এমন সন্তর্পণে চলতে চলতে আমি ভুলে গেলাম কী ছিল জপনাম। একটি দুটি তারা জ্বলছে দূরে। ওরা কি বন্ধু? ওরা কি বন্ধুর অধিক আলো? বলে দাও।

কাজ

কাগজের স্তূপের ভেতর থেকে তোমাকে তোলার কাজ দিয়েছ তুমি। অতই সহজ? কালো অক্ষরেরা আঙুলে লেপ্টে যাচ্ছে শুধু। তোমার গায়ের ওই অত কালো আমি দু'হাতে ধরব কী করে? বুঝতে না পেরে প্রদীপে ফুঁ দিই। আর তুমি আপনি উঠে আসো। আমি তলিয়ে যাই স্তূপের নীচে।

রিং অব ফায়ার

১
দোলনায় কে দোলায় জানে না আকাশ। মাটি থেকে দু'পা উঠে কী নির্ভার পৃথিবী! দুলছিল গাছ, পাখি, নক্ষত্রের দিকে ধাবমান একটা বেলুন, দুলছিল সে-ও। উড়তে উড়তে আচম্বিতে বৃষ্টি নামল, বেচারা আকাশ কী করে আর, গলে পড়ল মাটিতেই!

২
দুটো বৃত্ত নেচে নেচে বেড়ায়। আগুনের গোল। যেন প্রশান্তে কেঁপে ওঠা অগ্নি অঙ্গুরীয়। আর তুমি, ত্রিভঙ্গ মুরারি কিনা আঙুলে আঙুলে ঘুরিয়ে মারছ ওদের! দোহাই, ছাড়ো। ছেড়ে দাও, ব্যথা লাগে। দুটো গোল, আগুনের গোল। ক্ষমা করো ওদের।

নওশাদ জামিল

বিষাদশহরে

খুব কাছাকাছি একই শহরে থাকি
বন্ধু, তোমার দেখা নেই কেন বলো
ভুলে যেতে যেতে অন্তরে ওঠে ঝড়
মেঘ এসে বলে বিজলি কি চমকালো?

দেখা নেই, কথা নেই— সারাদিন একা
আমরা দুজন থাকি আমাদের মতো
ভুলে যেতে যেতে বেঁকে গেছে দুটি পথ
পথিক জানে কি পথের সমূহ ক্ষত?

খুব কাছাকাছি বিষাদশহরে থাকি
বন্ধু, তোমার কিছু কি বলার বাকি?

রহস্যনোঙর

গভীর গহনস্রোতে চোখ রেখে বলি
হাতে হাতখানি ধরো— এসো, ঝাপ দিই
অতল জলের পিঠে ভাসাব সংসার
পাখায় পাখায় মেলে দেব লীলানাট
হাতটি বাড়াও স্রোতস্বিনী— ভেসে ভেসে
স্বপ্নে-পাওয়া ভেলা নিয়ে যাবে দূরদ্বীপে
হৃদয়বরণ ঘাটে যদি থামে ভেলা
মনে রেখো প্রেম এক রহস্যনোঙর!

হৃদমূলে, রক্তস্রোতে কী এক দহন
হাতটি বাড়াও স্রোতস্বিনী— ঝড়জলে
ভেসে ভেসে পাড়ি দেব প্রলয়পিঞ্জর
কোথায় সে দূরদ্বীপ, জলে ভেজা ঘাস?
প্রেমের প্রবালদ্বীপে চোখ রেখে বলি
জীবন কি শুধু ভেসে যাওয়া, ডুবে যাওয়া?